সংশ্লিষ্ট দেশগুলির চলচ্চিত্র শিল্প নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই আলোচনা বিশদভাবে আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে। প্রত্যেক দেশের প্রতিনিধি এবং দূতাবাস থেকে রূপ-মঞ্চ বিভিন্ন পুস্তক ও চিত্র সংগ্রহে সমর্থ হ'য়েছে। উৎসবে যোগদানকারী প্রতিজন প্রতিনিধিকে কয়েক খণ্ড রূপ-মঞ্চ এবং কয়েকজন প্রতিনিধিকে কয়েকটি ছবির এ্যালবাম উপহার দেওয়া হ'য়েছে। রূপ-মঞ্চের উদ্দেশ্যে এঁরা যে বিশেষ বাণী দিয়েছেন—সেগুলিও আগামী সংখ্যায় সন্নিবেশ করা হবে।

এলিট প্রেক্ষাগৃহে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবের কলিকাতা কেন্দ্রের সমাপ্তি অধিবেশন

ভারত গভর্ণমেণ্টের সংবাদ ও বেতার মন্ত্রণালয়ের রাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় শ্রী আর, আর, দিবাকর স্থানীয় এলিট প্রেক্ষাগৃহে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের পরিসমাপ্তি উপলক্ষে এক ভাষণ প্রদান করেন। সমাপ্তি অভিভাষণে মাননীয় দিবাকর বলেন: "ছয় সপ্তাহ পূর্বে এশিয়ার বৃহত্তম চলচ্চিত্র কেন্দ্র বোম্বাইয়ে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন করার সৌভাগ্য আমার হ'য়েছিল। শুধু ভারতেই নয়, সমগ্র প্রাচ্য জগতে এইরূপ উৎসব আর হয় নাই। ভারতের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র-গ্রহণ কেন্দ্র বিধায় "বাংলার প্যারিস" নামে খ্যাত এই মহানগরীতে গতকাল আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের পরিসমাপ্তি হ'য়েছে। এক্ষণে আমি এই উৎসবের সাধারণ পর্যালোচনা কচ্ছি। এই উৎসবের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য কতখানি সাধিত হ'য়েছে এবং উৎসবটি কি পরিমাণে সার্থক হ'ল তাহা পর্যালোচনা করার ইহাই উপযুক্ত অনুষ্ঠান। এই উৎসবের পূর্ণ তাৎপর্য নির্ধারণ করার সময় এখনও হয়নি। এর কতকগুলি ফলাফল সুদূর ভবিষ্যতে বুঝতে পারা যাবে এবং কতকগুলি হয়ত অস্পষ্টই থেকে যাবে। এই উপলক্ষে যে সাংস্কৃতিক বিনিময় হ'য়েছে তা নির্ধারণ করবে কে? আমি প্রারম্ভেই বলতে চাই যে, এই উৎসবের উদ্দেশ্য ছিল খুবই সরল। ভারতীয়গণকে দেশবিদেশের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র দর্শনের সুযোগ দানই ছিল উহার উদ্দেশ্য। দর্শকেরা বৃটিশ ও মার্কিণ চলচ্চিত্র সম্পর্কে কিছু ওয়াকেবহাল আছেন। কিন্তু অন্যান্য দেশের চলচ্চি কদাচিৎ দেখতে পান। এই উৎসবের ফলে তাঁরা অনেকগুলি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বর্তমান প্রযোজক ও মান, কলাকৌশল ও অভিনয় সম্পর্কে কিছুটা অভিজ্ঞ ক'রেছেন। বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র সম্পর্কে জ্ঞান লাভের ইহাই অন্যতম প্রকৃষ্ট পন্থা। এক ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎপাদনের সুযোগ এবং অসুবিধা সম্যক জ্ঞান লাভ করবেন। ফলে দর্শকদের প্রশংসা সমালোচনাও বৃদ্ধি পাবে এবং আমরা ঐরূপ উন্নতি কামনা করব। উহা দ্বারা আমরা দেশের চলচ্চি উন্নতি তথা ভারতের সমৃদ্ধি সাধনের প্রেরণা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রতিনিধি যোগদান করেন এবং ২৩টি দেশের কা প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। ঐ সকলের সাহায্যে প্রযোজক, পরিচালক ও শিল্পীবর্গ বিভিন্ন দেশের স জানতে পেরেছেন। তাঁরা যাতে বিদেশী প্রতিনিধিদের নিবিড় সংযোগ স্থাপন করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে প্রতিনিধিদের নানাস্থানে গমনাগমন ও অভ্যর্থনার করা হ'য়েছিল। ভারতের কার্যাবলীর প্রশংসা বৈদেশিক প্রতিনিধিই করেছেন এবং আন্তর্জাতিক ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রচারের উদ্দেশ্যে তাঁরা কয়েকটি সুপারিশও ক'রেছেন। এইভাবে পারস্পারিক সহ ফলে সকলেরই সাহায্য হ'য়েছে। চলচ্চিত্র যে স উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি ক'রেছে সে কথা আমি সংগেই বলতে পারি। কোন কোন স্থানে উৎসাহ উ উপছে প'ড়েছে। এই উপলক্ষে যেসকল অনুষ্ঠানের আ করা হ'য়েছিল, তার সবগুলিতেই জনসমাগম হ' বস্তুতঃ খোলা জায়গায় চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা কর পারলে হাজার হাজার লোক বিদেশী চিত্রগুলি দে সুযোগ পেতেন না। মোটের উপর ৩৫টি চিত্রগৃহে চি প্রদর্শিত হয় এবং খুব কম ক'রে ধরলেও প্রায় ১২ লোক সেগুলি দেখেছেন। খুবই সুখের কথা যে, ই

উৎসব কেন্দ্রের সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রগুলি এই উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ ক'রেছেন। চলচ্চিত্র শিল্প ও কলা সম্পর্কে প্রবন্ধ ও সমালোচনার যেন শেষ নেই। অনেকে বিশেষ বিশেষ চিত্রের সপ্রশংস সমালোচনা প্রকাশ করেন। এই সমস্তই জনসাধারণকে দ্রুত চলচ্চিত্রমুখী ক'রে তুলতে সাহায্য ক'রেছে। গণ সংযোগের এই গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম সম্পর্কে যথেষ্ট শিক্ষালাভ করা গিয়েছে। ইহার স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবেই আমরা উন্নত ও বিচিত্র ধরণের উৎসব দাবী করতে পারি। আমাদের দেশ এই শিল্পে যথেষ্ট উন্নতি ক'রেছে এবং এইদিকে অনন্যসাধারণ হ'য়ে উঠবার সম্ভাবনা যে তার আছে তাতে সন্দেহের কিছুমাত্র অবকাশ নেই। এক্ষণে এই উৎসবের কয়েকটি বিশিষ্ট দিক উল্লেখ করব। এইটি যে ভারতের তথা প্রাচ্যের প্রথম চলচ্চিত্র উৎসব তা বোধহয় নূতন ক'রে উল্লেখ করবার প্রয়োজন হবে না। উৎসবে মোট ৫৪টি কাহিনীমূলক ও ১৫০টি দলিলচিত্র প্রেরণ করা হ'য়েছে। এর অনেকগুলিই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এবং এইগুলি মোট ১৩টি বিভিন্ন ভাষায় গৃহীত। গত বৎসরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক উৎসবের সহিত তুলনা করলে এর গুরুত্ব ও উৎকর্ষ উপলব্ধি করা যাবে। অপেক্ষাকৃত কম সময়ের মধ্যে এতগুলি দেশ ও প্রযোজক যে আমাদের প্রচেষ্টায় এমন সহৃদয়তার সহিত সহযোগিতা করেছেন, তা খুবই আশার কথা। উৎসবের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক এই যে, ভারতের চারটি কেন্দ্রে উৎসব অনুষ্ঠিত হ'য়েছে। কার্যতঃ একে ভ্রাম্যমান উৎসব বলে অভিহিত করতে হয়। জগতে আজ পর্যন্ত কোনও উৎসবে এই অভিনব পন্থা গ্রহণ করা হয়নি। দেশের বিরাট আয়তন এবং বিভিন্ন কেন্দ্রের নিজস্ব গুরুত্ববোধেই এই প্রয়োজন দেখা দেয়। কোন কোন প্রতিনিধির এতে হয়ত কিছুটা অসুবিধা হ'য়ে থাকবে কিন্তু তাঁরা সকলেই আমাদের দেশ আরও ভাল ক'রে দেখবার সুযোগ পেয়েছেন এবং চলচ্চিত্র শিল্পের সমস্ত কেন্দ্র পরিদর্শন করতে পেরেছেন। প্রকাশ্যস্থানে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা ক'রে আর একটা নূতনত্বের পরিচয় দেওয়া হ'য়েছে। মাদ্রাজে ২৪ ফুট লম্বা ও ১৮ ফুট চওড়া পর্দায় চিত্র প্রদর্শন শব্দ ও আলোক সম্পাতের দিক দিয়ে সফল হ'য়েছে। আমরা আজ যে অভিজ্ঞতা লাভ করলাম তা নিরর্থক হবে না—একথা বলতেই হবে। এইরূপ উন্মুক্ত চিত্রগৃহে ৭ হাজার লোকের স্থান সংকুলান হবে। প্রথম দিকে অনেকে, এমন কি, অনেক বিদেশী পরিদর্শকও এই প্রচেষ্টার সাফল্য সম্পর্কে গভীর আশংকা প্রকাশ করেছিলেন। উৎসবের কয়েকটি মাত্র দিক উল্লেখ করলাম। স্বাধীন ভারতের যে কোনও নাগরিক এ নিয়ে সত্যই গর্ববোধ করতে পারেন। তবে এর ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কেও আমি সম্পূর্ণ অবহিত আছি। এই আত্ম-অবহিত ভবিষ্যতে আমাদিগকে আরও সতর্ক ও সজাগ ক'রে তুলতে সাহায্য করবে। উৎসব আজ শেষ হ'য়ে গিয়েছে। এর বহুমুখী সাফল্যের পিছনে যাঁদের দান রয়েছে, যাঁরা এর জন্যে আপ্রাণ পরিশ্রম ক'রেছেন তাঁরা সত্যই প্রশংসার দাবী রাখেন। যে সকল দেশ তাঁদের শ্রেষ্ঠ চিত্র প্রেরণ ক'রে উৎসবকে সার্থক ক'রে তুলেছেন প্রথমেই আমি তাঁদিগকে ধন্যবাদ জানাই। যে সকল প্রতিনিধি কিছু অসুবিধা ভোগ ক'রেও আমাদের আহ্বানে সারা দিয়েছেন

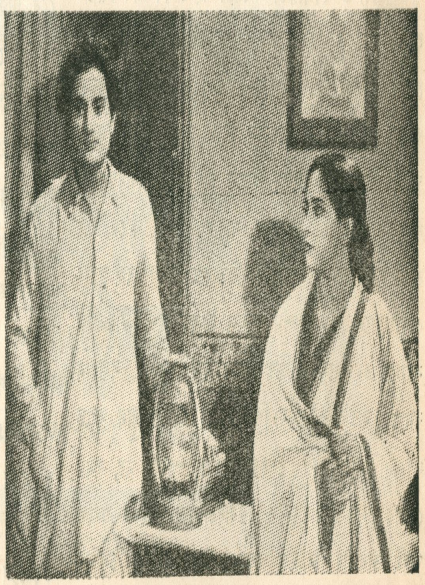

"নিরক্ষর" চিত্রে সন্ধ্যারাণী ও সমর।

তাঁরা একদিকে উৎসবকে যেমন কার্যকরী ক'রে তুলেছেন অপরদিকে তেমনি তাঁরা উৎসবে সত্যকারের প্রাণ সঞ্চার ক'রেছেন। এইরূপ একটি প্রচেষ্টায় পরিহার্য ও অপরিহার্য কিছু কিছু দোষত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। আর এই সকল দোষত্রুটি কারো লক্ষ্যের মধ্যে পড়া এবং সমালোচনার বিষয়ীভূত হওয়াও স্বাভাবিক। কোন কোন ক্ষেত্রে সমালোচনার মধ্যে যুক্তি ও সংগতি থাকে, কোন কোন ক্ষেত্রে ঐ সমালোচনা হয় যুক্তিহীন ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচায়ক। কিন্তু আমাদিগকে সামগ্রিকভাবে বিষয়টির বিচার করতে হবে। কেন্দ্রীয় সংবাদ ও বেতার মন্ত্রণালয়ের অধীন ফিল্ম ডিভিশন এই মহান উৎসবের দায়িত্ব বহন ক'রে ভালই ক'রেছেন এবং সেন্সর বোর্ডের মিঃ আগরওয়ালাকে সভাপতি ক'রে এবং খ্যাতনামা প্রযোজক, শিল্পী, সাংবাদিক, সমাজসেবী ও নাগরিককে সদস্য নিয়ে যে সংগঠন কমিটি গঠিত হয় তাঁরাও মহাদায়িত্বভার বহন ক'রেছেন। মাদ্রাজ, দিল্লী ও কলকাতায় যথাক্রমে শ্রী এ, রামিয়া, শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ও শ্রী এম, ডি, চ্যাটার্জীকে সভাপতি ক'রে অনুরূপভাবে যে সকল আঞ্চলিক কমিটি গঠিত হ'য়েছিল তাঁরা বরাবরই এই উৎসবের আয়োজনে সহায়তা ক'রেছেন। চলচ্চিত্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি এবং উহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট শিল্পী ও অন্যান্য সকলের সৌজন্যপূর্ণ সাহায্য ও সহযোগিতা না পেলে এই উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হ'ত না। এই উপলক্ষ্যে আগত বিদেশী প্রতিনিধি ও চলচ্চিত্রগুলির প্রতি জনসাধারণ যে উদারতা, যে আতিথেয়তা ও যে সৌজন্য প্রদর্শন ক'রেছেন, সেজন্য তাঁরা ধন্যবাদভাজক। আমি বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই যে, সংবাদপত্রগুলি যথাযোগ্যভাবে এই উৎসবের সংবাদ প্রচার ক'রে এর জনপ্রিয়তা অনেক পরিমাণে বর্ধিত ক'রেছেন। যদি সুবৃহৎ প্রকাশস্থানে চিত্র প্রদর্শন করলে উৎসব সময়ের ন্যায় দর্শক সমাগম হয় তবে চলচ্চিত্র গৃহের ব্যয় সমস্যার সমাধান ব্যাপারে মাদ্রাজের সিনেমা শিল্পীদের যে স্থায়ী অবদান আছে তা বলা যেতে পারে। সেজন্য তাঁরা শুধু আমার নয়, সমগ্র দেশের চলচ্চিত্রামোদীদেরও ধন্যবাদভাজন। এই উপলক্ষে আমি ভারতীয় চলচ্চিত্র ফেডারেশন, ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রযোজক-সংঘ, দক্ষিণ ভারতীয় চলচ্চিত্র বণিক সভা, দিল্লীর চলচ্চিত্র সংঘ ও বঙ্গীয় চলচ্চিত্র প্রযোজক সংঘকে সহযোগিতা ও সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন ক প্রদর্শকমণ্ডলীও বিশেষভাবে ওয়েস্টার্ণ ইণ্ডিয়া ফি তাহাদের সহযোগিতার জন্য আমাদের ধন্যবাদার্হ হ এই উৎসবের ফলে আমাদের মধ্যে যে বলিষ্ঠ ধারার হ'য়েছে তার দ্বারা আমরা যেন উত্তম চলচ্চিত্রের গুণা ও উত্তম চলচ্চিত্র উৎপাদনে উদ্বুদ্ধ হ'তে পারি, আ সংগে আমরা বিভিন্ন জাতি যেন সাংস্কৃতিক বিনি পারস্পারিক বুঝাপড়ার ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট চলচ্চিত্রের আ ব্যবহার করতে পারি।

চলচ্চিত্র উৎসবের সমাপ্তি

অনুষ্ঠানে শ্রীসি, এম, আগরওয়ালার ভাষণ

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সমাপ্তি অ কেন্দ্রীয় ফিল্মস্ সেন্সার বোর্ডের সভাপতি শ্রীসি, আগরওয়ালা নিম্নলিখিত বক্তৃতা প্রদান কর বন্ধুগণ! "প্রায় ছয় সপ্তাহ পূর্বে আমি উৎসবে যোগদানকারী বিদেশাগত প্রতিনিধি সানন্দে স্বাগত ক'রেছিলেন। এখন তাঁহাদিগকে বি নমস্কার জানাবার ভার আমার উপর পড়েছে। যেন নিজ নিজ দেশে নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করেন আরও অনেকবার আমাদের দেশে আগমন করেন—ই আমি প্রার্থনা করি।" এই উৎসবের উদ্যোক্তা কমি পক্ষ হ'তে আমি এই উৎসবে যাঁরা যোগদান ক'রে যাঁরা এর জন্য কাজ ক'রেছেন এবং যাঁরা আমাদের স কোনওপ্রকার সহযোগিতা ক'রেছেন তাঁদের সকল ধন্যবাদ জ্ঞাপন কচ্ছি। প্রথমেই অভ্যাগত প্রতিনিধি আমাদের ধন্যবাদভাজন। তারা অনেক দূর ভ্রমণ ক আমাদিগের উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য ক'রবার জন্য এসে এসেছেন। আমাদের নানাবিধ অসুবিধা তারা উদ্ক ক'রেছেন এবং আমাদের সর্ববিধ ত্রুটি উপেক্ষা ক'রে আমাদিগকে আশানুরূপ আন্তরিক সহযোগিতা প্র ক'রেছেন। অনেকে এই উৎসব সমাপ্তির পূর্বেই যে বাধ্য হ'য়েছেন। তারা এবং যারা থেকে গিয়েছেন আ

এদেশে আনন্দে কাল কাটিয়েছেন বলে আশা করি। তাদের সংগে আমাদের যে সম্পর্ক গ'ড়ে উঠেছে তাহা স্থায়ী হবে আশাকরি। তাদের স্মৃতির উদ্যানে আমাদের প্রতি শুভেচ্ছা ও বন্ধুত্বের পুষ্প প্রস্ফুটিত হ'য়ে চিরকাল সৌরভ বিতরণ করবে বলে আমি আশা করি। যে সকল দেশ প্রতিনিধি ও চলচ্চিত্র প্রেরণ ক'রেছেন তারাও আমাদের ধন্যবাদভাজন! এই উৎসবের কল্যাণে আমাদের দেশের জনগণ যে সকল বিদেশী চিত্র দেখেছেন অন্যথায় তাঁরা ঐগুলি দেখতে পেতেন না, এই চিত্রগুলি দেখবার জন্য যে অপূর্ব জনসমাবেশ হ'য়েছে তাতে ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হ'য়েছে যে, এই চিত্রগুলি জনসাধারণকে অপার আনন্দ দান ক'রেছে। অন্যান্য দেশে চলচ্চিত্র শিল্প কিরূপ উন্নতি লাভ ক'রেছে এবং আমাদের চিত্রগুলির সংগে ঐগুলির প্রভেদ কোথায় তা উপলব্ধি ক'রতে এই চিত্রগুলি আমাদের বিশেষ সাহায্য ক'রেছে। আমাদের দেশের চলচ্চিত্র শিল্প, চিত্র প্রদর্শক, পরিবেশক, প্রযোজক, শিল্পী ও কারিগরবৃন্দ যে সাহায্য ক'রেছেন তাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যদি কেউ মনে করেন যে, যতখানি সাহায্য করা উচিত ছিল তিনি তা করেননি, তাকে আমরা সান্ত্বনা দিয়ে বলতে চাই যে, তাদের সহযোগিতার অভাবে এই উৎসবের কোনও ক্ষতি হয়নি। উদ্যোক্তা কমিটি আঞ্চলিক কমিটিগুলির সদস্যবৃন্দকেও ধন্যবাদ দিচ্ছেন। তারাই বিভিন্ন অঞ্চলে এই উৎসবের সাফল্যের জন্য দায়ী। উৎসবের জন্য চিত্র বাছাই করবার জন্য নিযুক্ত কমিটিকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। উদ্যোক্তা কমিটির সদস্যগণ এই বিষয়ে সচেতন যে, তাদের ভুলভ্রান্তি হ'য়েছে। যেভাবে এগুলি সহ্য করা হ'য়েছে তা প্রশংসার্হ। ভারতে ভবিষ্যতে যে সকল আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হ'বে সেগুলির বেলায় আর এইরূপ ভুলভ্রান্তি হবে না বলে আশা করা যায়। যে সকল প্রতিনিধি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অর্থ সাহায্যকল্পে তাদের চিত্রগুলি প্রদর্শন করতে দিয়েছেন উপসংহারে আমরা সকলের পক্ষ হ'তে তাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কচ্ছি। এই জাতীয় উৎসবে যে আন্তর্জাতিক শুভেচ্ছা সঞ্জাত হয় তাদের বদান্যতা তারই ফলস্বরূপ। এইরূপ অনুষ্ঠানেই আমরা অতি সহজে উপলব্ধি করতে পারি যে, মানুষ হিসেবে আমরা সকলেই এক গোত্রের।

মহাসমারোহে চলিতেছে !

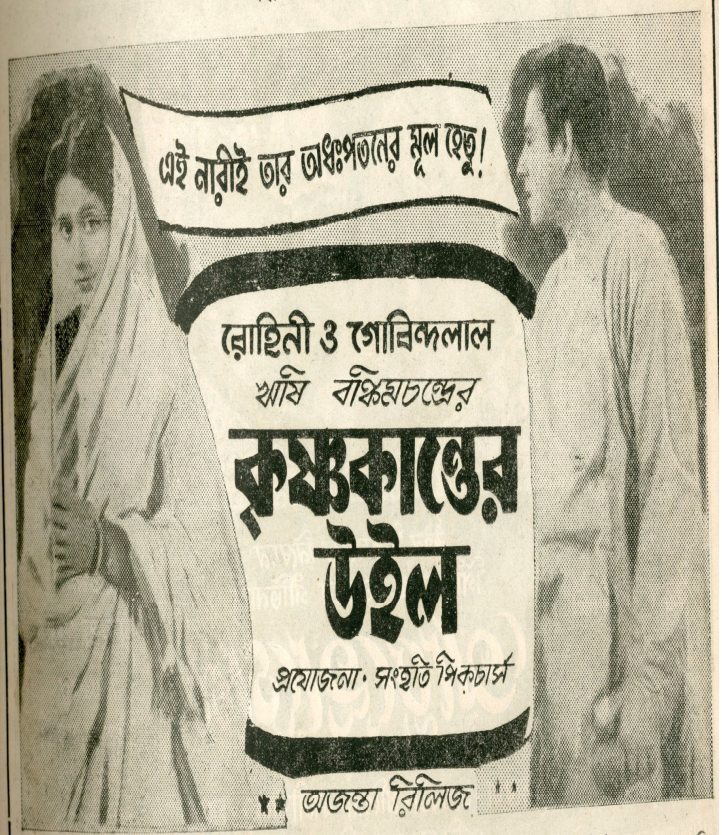

উত্তরা :: উজ্জলা :: অজন্তা :: সন্তোষ :: শ্যামশ্রী :: মায়াপুরী :: গৌরী টকীজ :: বাটা সিনেমা :: উদয়ন :: জ্যোতি
নৈহাটি :: শ্রীদুর্গা :: অরোরা :: আলোছায়া (নবদ্বীপ) :: আলোছায়া (জলপাইগুড়ি)।